মাক্সিম গোর্কি
চড়ুইছানা

মাক্সিম গোর্কি

চড়ুইছানা

ছবি এঁকেছেন
ইয়ে. চারুশিন

'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো

চড়ুইদের মধ্যেও, জানো, একেবারে ঠিক মানুষের মতো ব্যাপার-স্যাপার: ধাড়ী চড়ুই-চড়ুইনী — সব ইয়া গোমড়া-মুখো, আর পৃথিবীর যতো কিছু আছে স-ব নিয়ে কেবল বক্‌বক্‌, বইকেতাবে যা লেখা থাকে ঠিক সেইসব কথাই বলে; ছোটরা কিন্তু চলে নিজের বুদ্ধিতেই।

এমনি ছিল এক চড়ুই, তার হলুদ-রঙা মুখ। তাকে ডাকত সবাই পুদিক বলে। গোসলখানার জানলার ওপরে, কড়িকাঠের নিচে তার ঘর; নানারকম আঁশ, শ্যাওলা আর নরম এটা-ওটা জিনিস দিয়ে তৈরী বাসা। এখনো সে উড়তে শেখে নি বটে, তবে ডানাদুটো নাড়া-চাড়া করতে পারে, আর ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে গুলগুল চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে চারদিক। ইচ্ছে যায় এক ছুটে জেনে নেয় সব — এই বিশাল পিথিমি, ভাবে — এর কাজেটাজে লাগবে তো সে, না কি?

'বলি, কি, হল কি?' তার মা জিজ্ঞেস করে উঠল।

আর সে ডানাদুটো ঝুটুপুটু করে, নিচে মাটির দিকে তাকিয়ে কিচিরমিচির করে উঠল:

'ঈশ্‌, কী ভীষণ কালো, ভীষণ!'

এমন সময় তার আব্বু উড়ে এল, পুদিকের জন্যে পোকা এনে গর্বে বুক ফুলিয়ে বলে উঠল:

'কেমন চিঁড়িক-পিঁড়িক আমি, না?'

আম্মুও সায় দিল তার কথায়:

'চিঁড়িক-চিঁড়িক!'

এদিকে পুদিক এক ঢোকে পোকাটা গিলেই ভাবতে বসল: এত পেশংসার কারণটা কি — পায়ে খুঁটে পোকা এনেছে, তাই — অদ্ভুত কান্ড!

এরপর মাথা বের করে উঁকি দিল সে ঘর থেকে, দেখতে লাগল ইতি-উতি।

'বাছা, বাছা,' মা খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখিস-দেখিস, ধুপ্ করে পড়ে যাবি!'

'কিসে, কিসে?' বলে উঠল পুদিক।

'কিসে আর? মাটিতে পড়ে যাবি, বি-ড়া-ল — তারপরেই গপ্!' ভাল করে তাকে বুঝিয়ে বাবা শিকার ধরতে বেরিয়ে গেল।

এইভাবে একের পর এক দিন যায়। পুদিকের ডানা বাড়ছে খুব আস্তে আস্তে।

একদিন যদি দমকা হাওয়া দিল, অমনি জিজ্ঞেস করে পুদিক.

'এটা কি, এটা কি?'

'হাওয়া, দেখিস ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে মাটিতে — তারপরেই হুলো!' মা বুঝিয়ে দ্যায়।

পুদিকের পছন্দ হয় না কথাটা, সে বলে:

'গাছপালাগুলো এত শব্দ করে নড়ছে কি জন্যে? চুপচাপ ঠিক দাঁড়িয়ে থাকলেই পারে! তাহলেই তো আর হাওয়া দ্যায় না...'

ওর আম্মু অবশ্য চেষ্টা করল বোঝাতে যে ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, কিন্তু তার বিশ্বাস হল না। নিজের মতো করে সবকিছুর ব্যাখ্যা করে পুদিক।

গোসলখানার পাশ দিয়ে হাত দোলাতে দোলাতে এক চাষী যাচ্ছিল।

'আহ্, হুলোয় ওর ডানাদুটো বেমালুম খেয়ে ফেলেছে,' বলে উঠল পুদিক, 'কেবল হাড্ডিগুলো রয়ে গেছে!'

'এরা হল মানুষ, এদের কোন ডানা থাকে না!' চড়ুইছানার মা-র জবাব।

'কেন?'

‘ওদের যে ঐটেই নিয়ম, ডানা ছাড়াই থাকে; ঐ যে দুটো ঠ্যাং দেখছিস — ঐ দিয়ে লপাং লপাং করে চলে। বুঝলি তো?’

‘কি জন্যে, মা?’

‘আরে, ডানা থাকলে তো ওরা ধরেই ফেলত আমাদের, আমরা তোর বাবার সঙ্গে যেমন মশা-মাকড়…’

‘ধ্যুৎ!’ পুদিক জবাব দ্যায়, ‘যাঃ, মিথ্যে কথা! সব্বাইকার ডানা থাকে। পচ্-চা — মাটি কি বাজে, আর আকাশে কি আরাম!.. যখন বড় হব না, তখন দেখো, সব্বাই যাতে উড়তে পারে তেমনি করে দেব।’

পুদিক বিশ্বাস করে না মা-র কথা; এখনো সে জানে না, মাকে বিশ্বাস না করলে শেষে বড় পস্তাতে হয়।

নিজের ছোট্ট কুঠরিটায় বসে বসে সে একেবারে গলা ছেড়ে নিজের তৈরী ছড়া আওড়াতে লাগল সুর করে:

এই বুড়ো তুই পাখনা ছাড়া
দুই ঠ্যাংয়েতে কোথা যাস —
হলিই বা রে দত্যিপারা
মশার কুটুস ঠিকই খাস!
এট্টুখানি আমি ভাই,
কিন্তু মশা ধরে খাই।

গাইছে তো গাইছেই, কোনদিকে খেয়াল নেই, তারপর — বাসা থেকে ঝুপ্‌... ওর মা-ও পিছন পিছন দৌড়; আর এক হুলো বিড়াল: লালচে-বাদামী গা, পাঙাশ চোখ — ঠিক সামনেই বসে।

পুদিক ভয় পেয়ে গেছে, ডানাদুটো ছড়িয়ে দিয়ে আলতো পায়ে হেলতে-দুলতে লাগল, আর কিচিরমিচির করে বলতে লাগল:

'আদাব আদাব, পেনাম পেনাম...'

এদিকে চড়ুই-মা তার তাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে পাশে আড়াল করে রাখছে; শিউরে খাড়া হয়ে উঠেছে তার গা, সে তখন ভয়ঙ্করী, দুঃসাহসী, ঠোঁট তার ফাঁক হয়ে গেছে, ঠোকরাতে চায় হুলোর চোখে?

'দূর হ, হতচ্ছাড়া, দূর হ!' গাল দিচ্ছে সে আর বলছে, 'পুদিক সোনা, ওড়, উড়ে চ' জানলায়...'

আর চড়ুইছানা — ভয়ের চোটে সে মাটি ছেড়ে ওপরে উঠে গেছে, ডানা ঝাপটে লাফ দিয়েছে সে শূন্যে, আর তারপর — এ-ই, এ-ই, — ব্যস্, এক্কেবারে জানলায়!

চড়ুইয়ের মা-ও উড়ল তার পিছন পিছন, লেজ খোয়া গেছে বেচারীর, কিন্তু মনে বড় আনন্দ; ছেলের পাশে গিয়ে বসল সে, আদরে তার মাথার চাঁদি ঠোকরাতে ঠোকরাতে বলতে লাগল:

'কেমন হল, বল দেখি?'

'হুঁঃ, কেমন আবার!' পুদিক জবাব দ্যায়, 'সবই একসাথে শেখা যায় না কি?'

এদিকে হুলো বিড়াল মাটিতে গুম হয়ে বসে, থাবা থেকে চড়ুই-মার পালক ছাড়াচ্ছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে — তার লালচে-বাদামী গা, পাঙাশ চোখ, আর দুঃখ করছে মিঁয়াও মিঁয়াও করে:

'আহা-হা, কী খা-সা চড়ুই-ছা রে, একদম ইঁদুরছানা যেন — আহা-হা, ফসকে গেল রে, মিঁয়াও...'

ব্যস্। গপ্পো শেষ; সবই ভালয় ভালয় কাটল, তাই না? কেবল ঐ এক — চড়ুই-মার লেজটা খোয়া গেল শুধু...

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: হায়াৎ মামুদ

М. Горький
ВОРОБЬИШКО
На языке бенгали

M. Gorky
THE LITTLE SPARROW
In Bengali

শিশুদের জন্য

দ্বিতীয় সংস্করণ

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

'রাদুগা' প্রকাশন

ISBN 5-05-002121-9